কুরবানীর বিধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কুরবানির বিধিবিধানের বিস্তারিত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

৪। ঈদের মুবারকবাদ

ঈদের দিন এক অপরকে মুবারকবাদ দেওয়ায় ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে কোন দোষ নেই। যেমন, ‘তাক্বাব্বাল্লাহু মিন্না অমিনকুম’ (আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নিকট থেকে ইবাদত কবুল করেন), ঈদ মুবারক ইত্যাদি দুআমূলক বাক্য বলে এক অপরের সাথে সাক্ষাৎ করা বৈধ। যেহেতু ঈদে ও অন্যান্য খুশীতে মুবারকবাদ দেওয়া, বর্কত, মঙ্গল ও কবুলের দুআ করা) ইসলামে স্পষ্টভাবে সবীকৃত।

যেমন, সাহাবাগণ ঈদগাহ হতে ফিরার সময় এক অপরকে বলতেন, ‘তাক্বাব্বাল্লাহু মিন্না অমিনক্‌।[1]

অন্যান্য খুশীর বিষয়ে মুবারকবাদ দেওয়ার ব্যাপারেও ইসলামে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, (বিজয়ের খবর নিয়ে) যখন ‘‘---এ এজন্য যে, তিনি তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করবেন---’’ এই আয়াতটি (কুঃ ৮৮/২) হুদাইবিয়া থেকে ফিরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হল তখন তিনি বললেন, ‘‘আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যা ধরাপৃষ্ঠে সমগ্র বস্তু থেকে আমার নিকট প্রিয়তম।’’ অতঃপর তিনি তাঁদের (সাহাবাদের) কাছে তা পড়ে শুনালেন। তা শুনে সাহাবাগণ বললেন, ‘যে জিনিস আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন তার উপর আপনাকে মুবারকবাদ---।’[2]

অনুরূপভাবে যখন কা’ব বিন মালেক (রাঃ)-এর তওবা কবুল হল তখন তাঁকে মুবারকবাদ দেওয়া হয়েছিল।[3]

বিবাহ-শাদীতে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘বারাকাল্লাহু লাকা অবারাকা আলাইক---’ বলে বরকে মুবারকবাদের দুয়া দিতেন।[4]

অবশ্য ঈদের খুশীতে মুবারকবাদ দেওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। তবে কিছু সাহাবা ও তাবেয়ীন হতে এ কথা বিশুদ্ধরূপে প্রমাণিত আছে। অতত্রব কেউ এ কাজ করলে করতেও পারে এবং ছাড়লে ছাড়তেও পারে।[5]

শায়খ আব্দুর রহমান সা’দী বলেন, ‘বিভিন্ন উপযুক্ত শুভক্ষণে মুবারকবাদ শরীয়তের এক ফলপ্রসূ বৃহৎ মূলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কারণ, যাবতীয় কথা ও কাজের দেশাচার ও প্রথার মৌলিক মান হচ্ছে বৈধতা। অতএব কোন আচার বা প্রথাকে হারাম বলা যাবে না; যতক্ষণ না ঐ প্রথা বা আচারকে শরীয়ত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। অথবা তাতে কোন বিঘ্ন বা ক্ষতি প্রকাশিত না হয়েছে। এই মহান মৌলনীতির সপক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর সমর্থনও রয়েছে।

সুতরাং লোকেরা এই মুবারকবাদকে কোন ইবাদত বলে মনে করে না। বরং তা একটা প্রচলিত রীতি মনে করে; যাতে শুভক্ষণে খুশির সাথে এক অপরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে থাকে এবং তাতে কোন বাধা বা বিঘ্নও নেই। বরং তাতে উপকারই আছে; যেমন মুসলিমরা এক অপরকে এর মাধ্যমে উপযুক্ত দুআ দিয়ে থাকে এবং তাতে আপোসে সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও সম্প্রীতি সঞ্চার ও বৃদ্ধি হয়ে থাকে। তাই রীতির সাথে যখন কোন লাভ ও মঙ্গল যুক্ত হয়

তখন তা তার ফল হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[6]

ফুটনোট

[1] (হাবী ১/৮২, ফাতহুল বারী ২/৪৪৬, তামামুল মিন্নাহ ৩৫৪পৃঃ)

[2] (বুখারী ৩৯৩৯, মুসলিম ১৭৮৬নং)

[3] (বুখারী ৪১৫৬, মুসলিম ২৭৬৯নং)

[4] (বুখারী ৪৮৬০, মুসলিম ১৪২৭নং)

[5] (মাজমূ ফাতাওয়া ২৪/২৫৩)

[6] (ফাতাওয়া সা’দিয়্যাহ ৪৮৭পৃঃ, হাবী ১/৭৯)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5072

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন